

JU biggest gainer, Presi surprise omission in national rankings

Somdatta Basu@timesgroup.com

Kolkata: The state has seven of top 100 institutes in the overall category, according to the National Institutional Ranking Framework (NIRF).

While Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-Kgp) has bagged the fourth position among all institutes, Jadavpur University, Calcutta University and Visva-Bharati has secured 12th, 27th and 31st rank, respectively. There are three other institutes from the state on the list (see box).

There's more good news for JU. It has ranked fifth among universities. CU, on the other hand, has been placed on the 16th position, followed by Visva Bharati, Kalyani University and Vidyasagar University.

Presidency University is the most notable omission from the list. "We had ranked 41st last year. It's a technical glitch on part of the MHRD as we have been given a code that is applicable under colleges. But we are not even listed in the category. We have written to the Centre to clarify the error," said Anuradha Lohia, Presidency VC.

The universities have been ranked based on five parameters—teaching and learning resources, research and professional practice, graduation outcomes, outreach and inclusivity and peer perception.

Among top 100 colleges, St Xavier's College has secured the sixth spot and Loreto House has been placed 18th. No other prominent college in the city has found a rank.

BENGAL SCORESHEET

Overall

- 4 | Indian Institute of Technology, Kharagpur
- 12 | Jadavpur University
- 27 | Calcutta University
- 31 | Visva-Bharati
- 39 | Indian Institute of Management, Calcutta
- 44 | Indian Institute of Science Education & Research
- 73 | Indian Institute of Engineering Science & Technology

Engineering

- 3 | IIT-Kgp
- 9 | Jadavpur University
- 17 | IIST
- 55 | National Institute of Technology, Durgapur

Universities

- 5 | Jadavpur University
- 16 | Calcutta University
- 19 | Visva-Bharati
- 66 | Kalyani University
- 87 | Vidyasagar University

Colleges

- 6 | St. Xavier's
- 18 | Loreto College
- 78 | RKM Vivekananda Centenary College
- 98 | Raja Narendralal Khan Women's College

Management

- 3 | IIM-C
- 7 | IIT-Kgp
- 49 | International Management Institute, Kolkata

In the engineering section, IIT-Kgp is the best from Bengal. It has been ranked third, after IIT-Madras and IIT-Bombay. JU too has secured the ninth position in this category. IIST-Shibpur is the 17th best engineering college.

Similarly, IIM-C is the third best management institute in the country. Vinod Gupta School of Management, run by IIT-Kgp, has bagged the seventh rank among B-schools.

"Creative teaching-learning process and a strong interdisciplinary approach have helped us in securing good ranks. But unfortunately, funds are not flowing from the government as it should have," said JU vice-chancellor Suranjan Das.

Higher education department officials, however, are surprised with the non-participation of many institutes in the ranking process. "Participating is not yet mandatory. It could be a reason," a source said.

এই মুহূর্তে

এই সময় কলকাতা মঙ্গলবার ৪ এপ্রিল ২০১৭

যাদবপুর-কলকাতা-খড়্গপুর মান বাঁচাল জাতীয় শিক্ষা র‍্যাঙ্কিংয়ে

গৌতম হোড় ■ নয়াদিল্লি

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে র‍্যাঙ্কিংয়ে আইআইটি খড়্গপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়জয়কার। সামগ্রিক ভাবে প্রথম পনেরোর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে রাজ্যের এই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রকাশিত এই র‍্যাঙ্কিং-এ চার নম্বরে রয়েছে খড়্গপুর আইআইটি এবং যাকর্তায় বিতর্কে পিছনে ফেলে বারো নম্বরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। একটি পিছিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ২৭তম স্থানে। তার চার ধাপ পরে ৩১ নম্বরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের এক নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়েছে বেঙ্গালুরুর আইআইএসসি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যাদবপুর পাঁচ নম্বর স্থানে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তালিকায় নয় নম্বরে। এই র‍্যাঙ্কিং থেকে স্পষ্ট, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের অন্যতম প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো বটেই, সারা দেশের মধ্যেই প্রমুখ প্রতিষ্ঠান। তবে সামগ্রিকভাবে দিল্লি ও দক্ষিণের রাজ্যগুলির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অন্যদের অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে। সব বিভাগেই প্রথমদিকে তারাই বেশি করে। আর দেশের সামগ্রিক দিক থেকে প্রথম দশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাতটিই আইআইটি। দু-তিনটি বাদ দিলে রাজ্যের কলেজগুলির র‍্যাঙ্কিং খুব ভালো জায়গায় আসেনি।

আর সামগ্রিক ভাবে ৬ নম্বরে ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে দুনম্বরে রয়েছে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়। মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী প্রকাশ জাভডেকর বলেছেন, 'জেএনইউ বা যাদবপুর জাতীয়তা-বিরোধী স্লোগানের জন্য নয়, সত্যিই ভালো সার্বিক অগ্রগতির জন্য সামনের সারিতে এসেছে।' বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে লড়াইয়ে কলকাতা আছে ১২তে। আর কলেজগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠের লড়াইয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স আছে ৬ নম্বরে। লোরেটো কলেজ ১৮ নম্বরে। মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রীর প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিং-এ ৬টি ভাগ রয়েছে। তার মধ্যে কিছু চমকও রয়েছে। কিফিং অর্থাৎ ভাবেই এনআরসিসি, লেডি সীরাম কলেজকে পিছনে ফেলে দেশের এক নম্বর কলেজ



যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ১২, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ৫, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হিসাবে ৯

কেন্দ্রীয় অনুদান ঠিক মতো পেলেন আরও

ভাল করতে পারতাম। আমাদের বাজেটের ৮০ শতাংশই দেয় রাজ্য সরকার, বাকিটা কেন্দ্র। সে জায়গায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অনেক বেশি অনুদান পায়। আমরা কেন্দ্রকে অনুদান বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখব।

সুরঞ্জন দাস উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

নিরান্দা হাউস। তিন নম্বরে এসআরসিসি এবং পাঁচ নম্বরে আন্নারাম সনাতন ধর্ম কলেজ। তার পিছনে নেভি সীরাম।

প্রকাশ জাভডেকর অবশ্য দাবি করেছেন, এই র‍্যাঙ্কিং নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠতেই পারে

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স ব্যালোর দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথম



আইআইটি খড়্গপুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে চতুর্থ



কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২৭

পদ খালি, পাশের হার, গবেষণা কেমন হচ্ছে, ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ থেকে কত জন চাকরি পাবেন, কত বেতনের চাকরি পাবেন, কটা পেটেন্ট নেওয়া হয়েছে — সে সব যেমন আছে, তেমনই সব তথ্য লিফট আছে কিনা, প্রতিবন্ধীদের জন্য র‍্যাম্প আছে কি না এবং কর্মী, পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের ওই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা কী, তাও রয়েছে। জাভডেকর জানিয়েছেন, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়-সহ অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ানোর জন্যই শুধু এই র‍্যাঙ্কিং করা হয়নি, এর ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হবে। আগামী ১০ তারিখ রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় এদের পুরস্কৃত করবেন। এই পরিশ্রমকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মধ্যে প্রথম কুড়িতে রয়েছে তিনটি প্রতিষ্ঠান, আইআইটি খড়্গপুর, যাদবপুর এবং শিবপুর। ম্যানজমেন্টে আইআইএম কলকাতা তিন নম্বরে, খড়্গপুর সাত, আইএমআই ৪৯

নম্বরে। কলেজের ক্ষেত্রে অবশ্য সেন্ট জেভিয়ার্স ও লোরেটোর পর ৭৮তম স্থানে আছে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন কলেজ এবং ৯৮তম স্থানে মেদিনীপুরের রাজা নরেন্দ্রলাল খান উইমেনস কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যাদবপুর বাদ দিলে কলকাতা আছে ১৬ এবং বিশ্বভারতী ১৯। তারপরেই ৬৬ স্থানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ৮৭। জাভডেকর বলেছেন, র‍্যাঙ্কিং আগে কখনও হত না। মৌদী সরকার এসে এই কাজ করেছেন। র‍্যাঙ্কিং সামনে থাকায় ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা উপকৃত হবেন। যেহেতু ভালো র‍্যাঙ্ক পেলেন অর্থসাহায্য ভালো পাওয়া যাবে, তাই প্রতিযোগিতা বাড়বে। তবে দেশের বেশ কিছু নামজাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান — দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স, হিন্দু কলেজ, রামজস, হংসরাজ কলেজ, দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স — এই র‍্যাঙ্কিং-কে কিছু অংশগ্রহণ করেনি।